দৈনিক প্রথম আলো

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১

রাজধানী আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পোশাক তৈরি

‘একচেটিয়া ব্যবসা চলবে না’

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

একক প্রতিষ্ঠানকে না দিয়ে ন্যূনতম তিনটি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে শিক্ষার্থীদের পোশাক বানাতে হবে। স্কুলের কাপড়, রং, নকশা ও মনোগ্রাম সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে। দরজির দোকান নির্বাচনে দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে। পরে মনোনীত পোশাক নির্বাচিত তিনটি দরজি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট জমা দিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের পোশাক বানানোর বাণিজ্যসংক্রান্ত এক মামলায় রাজধানী আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষকে এ আদেশ দিয়েছে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরির লক্ষ্যে স্বপ্রণোদিত হয়ে করা এ মামলার শুনানি শেষে গতকাল বুধবার এ আদেশ দেয় কমিশন। একই কমিশনে আরেকটি অভিযোগে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের মামলার শুনানি শেষে রায়ের দিন ধার্য করা হয়েছে ২৪ ফেব্রুয়ারি। ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভিকারুননিসা স্কুলকে তিন বছরের টার্নওভারের ১০ শতাংশসহ লাভের তিন গুণ কত, সে হিসাব চাওয়া হয়েছে। চেয়ারপারসন ও তিন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত কমিশন এ আদেশ দেয়।

ঢাকার রামপুরায় অবস্থিত রাজধানী আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এর শিক্ষার্থীদের পোশাক তৈরি করে খিলগাঁও তালতলা মার্কেট এলাকার সুরভী টেইলার্স। অভিযোগ ছিল, ওই টেইলার্স থেকে শিক্ষার্থীদের পোশাক বানানো বাধ্যতামূলক। অন্য কোনো টেইলার্স থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির পোশাক বানাতে পারত না। আইডিয়াল স্কুল জানিয়েছে, তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী। ২০১৯ সালে স্কুলের পোশাক বানাতে তারা ওই টেইলার্স নির্ধারণ করে। একেকটি পোশাকের দাম পড়ে ৯০০ টাকা। তাদের দাবি, সুরভী টেইলার্স থেকেই স্কুলের পোশাক বানাতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই।

ভিকারুননিসার বিরুদ্ধে একই অভিযোগ

একই দিনে প্রতিযোগিতা কমিশনে ছিল ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের পোশাক তৈরির আরেকটি মামলার শুনানি। কমিশন শুনানি শেষে বিবাদী স্কুল কর্তৃপক্ষ ও পোশাক বানানোর দায়িত্বে থাকা মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজকে ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে টার্নওভার ও মুনাফাসংক্রান্ত তথ্য জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি এ মামলার রায় দেওয়া হবে বলে কমিশন জানিয়েছে।

২০১৮ সালের ১২ ডিসেম্বরে প্রতিযোগিতা কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে এ মামলা করে। গতকালসহ পাঁচ দিন এর শুনানি হয়। অভিযোগ ছিল, ২০০৩ সাল থেকে মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ শিক্ষার্থীদের পোশাক তৈরি করত। শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সরবরাহ করা পোশাক কিনতে হতো। অন্য প্রতিষ্ঠান বা দরজি এ ব্যবসায় আসতে পারত না।